দর্শনায় ৩ কেজি গাঁজাসহ ২জন গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধেী অভিযান চালিয়ে ৩ কেজি গাঁজাসহ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে। গত রবিবার ২ জুলাই রাত সাড়ে ৯ টার দিকে দর্শনা থানার পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) নিরব হোসেন এর নেতৃত্বে অভিযান চালায় ঝাঁঝাডাঙ্গা বগানপাড়ায়।

এ সময় দর্শনা থানার এসআই ফজলুর রহমান, এএসআই বশির আহম্মেদ, এএসআই মামুনুর রহমানসহ সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় ঝাঁঝাডাঙ্গা বাগানপাড়ার আনিচুর রহমানের বাড়িতে।

দর্শনা থানা পুলিশ বসত বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে ভূট্টার গাদার নিচ থেকে বাজার করা ব্যাগের ভিতরে প্লিলাষ্টিকে মোড়ানো তিন কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। পরে পুলিশ পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ঝাঁঝাডাঙ্গা বাগানপাড়ার শহর আলীর ছেলে গাঁজা ব্যাবসায়ী আনিছুর রহমান (৪০) ও আমির হোসেনের ছেলে বিপ্লব মিয়াকে (২৫) গ্রেফতার করে।

এ ঘটনায় এস আই ফজলু বাদি হয়ে দুজনের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দায়ের করেছে।গতকালই তাদের দুজনকে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

আলমডাঙ্গায় মাদক কেনার টাকা না দেয়ায় যুবকের আত্ম*হত্যা

আলমডাঙ্গা উপজেলার এরশাদপুর গ্রামে আমিনুল হক মুক্ত (৩৪) নামের এক যুবক গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। আজ সোমবার জুন সকালে নিজ শয়নকক্ষ থেকে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ।

আত্মহত্যাকারি মুক্ত আলমডাঙ্গা পৌর এলাকাধীন এরশাদপুর গ্রামের

মৃত শমসের মিয়ার ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ শ্বশুর বাড়ী এরশাদপুর গ্রামে ঘর জামায় হিসেবে বসবাস করতেন মুক্ত। প্রায়ই মাদক সেবনের জন্য শাশুড়ি ও স্ত্রীর কাছ থেকে টাকা-পয়সা নিতেন। সোমবারও মুক্ত তার স্ত্রীর কাছে টাকা চায়। তার নিকট কোন টাকা নেই বলে জানায়। কিছুক্ষন পর সকলের অগচরে নিজ শয়নকক্ষের আড়ায় গামছা পেচিয়ে গলায় ফাঁস নেন মুক্ত। পরে পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি দেখতে পেয়ে পুলিশকে জানায়। পুলিশ দুপুরে ঘটনাস্থল থেকে তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করেন।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, প্রাথমিক তদন্তে মৃত্যুর কারণ জানা সম্ভব হয়নি। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ সদর হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় শেখ সামসুল আবেদীন খোকনের নির্বাচনী গণসংযোগ

কেন্দ্রীয় যুবলীগ নেতা সাবেক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ সামসুল আবেদীন খোকন দিনভর আলমডাঙ্গার বেলগাছি, নাগদাহ, আইলহাঁস ও খাসকররা ইউনিয়নে নির্বাচনী গণসংযোগ করেছে।

আগামী সংসদ নির্বাচনে নিজেকে আওয়ামীলীগের প্রার্থী হওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে তিনি সাধারন মানুষের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। তাদের খোজ খবর নেন। সকলের কাছে দোয়া কামনা করেন যেন আগামী সংসদ নির্বাচনের মাঠে নৌকা প্রতিক নিয়ে জনতার সামনে আসতে পারেন।

তিনি বেলগাছি বাজার, ও বেলগাছী মালিথাপাড়া, নাগদাহ ইউনিয়নের খেজুরতলা বাজার, জাঁহাপুর মোড়,ঘোলদাড়ি বাজার, আইলহাঁস ইউনিয়নের পাইকপাড়া, আইলহাঁস, আইলহাঁস বাজারে ও খাসকররা এলাকায় জনসংযোগ করেন।

গণসংযোগকালে তিনি আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নৌকাকে বিজয়ী করতে সকলের প্রতি অনুরোধ করেন।

চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক ভিপি বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা শেখ সামসুল আবেদীন খোকন বৃষ্টি উপেক্ষা করেই এ গণসংযোগ অব্যাহত রাখেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামীলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল হোসাইন দিপক, আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আসরাফুল হোসেন বাবু, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাবিবুর রহমান রুবেল হোসেন, শামীম সরোয়ার, শেখ সাহানুর টিপু, যুবলীগ নেতা শেখ রিভেন, রুবেল, মিয়াদ, লিখন, রিদয়, রিয়ন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগ নেতা নিপ্পন, আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রলীগের নেতা সাহারিয়ার তপু, সাকিল, সাব্বিরুজ্জামান, আশিক, সজিব, নাফিজ, মামুন, টগর, সাকিব, তামিম, রাসেল প্রমুখ।

দামুড়হুদায় বিএনপি’র নেতা কর্মীদের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন বাবু খাঁন

দামুড়হুদা উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের বিএনপি’র নেতা কর্মীদের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহবায়ক মাহমুদ হাসান খাঁন বাবু।

আজ সোমবার দিনভর তিনি বিভিন্ন ইউনিয়ন ঘুরে দলীয় নেতা কর্মীদের সঙ্গে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।
এসময় বাবু খাঁন বলেন, দেশের মানুষ ভালোভাবে পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপন করতে পারেনি। দ্রব্য মুল্যের উর্ধগতির বাজারে যেভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম বেরেছে তাতে সাধারণ মানুষ দিশেহারা। ১ কেজি গরুর মাংসের দাম ৮০০ টাকা কিন্তু ১ কেজি কাঁচা মরিচের দাম ১০০০ থেকে ১২০০ টাকা। দেশের সাধারণ মানুষ আর এই ভোট চোর সরকারকে চাইনা। জনগণ এই সরকারের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই এখনো সময় আছে আপনারা সংশধন হন, নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের

অধিনে ছাড়া এই বাংলায় আর ভোট চুরি করে ক্ষমতায় আসা যাবেনা। তানাহলে এদেশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ভোট চোরদের প্রতিহত করা হবে।

দামুড়হুদা থানা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির এর সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষক দলের আহবায়ক মোকাররম হোসেন, দামুড়হুদা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম তনু, জেলা বিএনপির সদস্য সালমা জাহান পারুল, দামুড়হুদা থানা বিএনপি’র সিঃ সহসভাপতি আ: ওয়াহেদ, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাসেম। দামুড়হুদা থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক ইকরামুল হক।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দিন, জুড়ানপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ঈদ্রীস আলী, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, নাটুদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ওসমান গনি, নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাসুদ রানা, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক সাঈদ বিশ্বাস, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম।

দামুড়হুদা থানা যুবদলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহবায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, সোহেল রানা, দামুড়হুদা থানা ছাত্র দলের সভাপতি আফজালুল হক সবুজ, সাধারণ সম্পাদক সুলতান আহাম্মেদসহ থানা ও ইউনিয়ন বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতা কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চারুলিয়া শেখপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান

শিক্ষক সেলিম খান লাভলুর বিদায়ী সংবর্ধনা

টানা ৩১ বছরের মায়া মমতা ছিন্ন করে বিদায় সংবর্ধনা গ্রহণ করলেন দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদহ ইউনিয়নের চারুলিয়া শেখপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেলিম খান লাভলু(৬৫)। তিনি চারুলিয়া গ্রামের মৃত লুৎফর রহমানের ছেলে। জানা গেছে আজ বিকাল ৪ টার দিকে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে এ বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নুর আলম মনির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাটুদহ ইউপি চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শফির বক্তব্য বলেন এ বিদায় সে বিদায় নয় হয়তো ভালো কিছু পাবার আশায় এ বিদায় নিতে হয়। দীর্ঘদিন একসাথে চলাফেরার পথে অনেক ভালোবাসার জন্ম হয়। সেসব ভালোবাসা ছিন্ন করে বিদায় লগনে কষ্টের সামিল হতে হয়। আরও বলেন ১৯৯২ সালে স্থপতি কাল থেকে তিল তিল করে সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে গড়ে তুলেছে বিদ্যালয়টি।

বিদায়ী প্রধান শিক্ষক সেলিম খান লাভলু জানান, ৩১ বছর দায়িত্বরত জীবনে আমার হাত দিয়ে মানুষের মতো মানুষ বানিয়েছি অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী। তার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের মায়া ত্যাগ করে বিদায় নিতে অনেকটাই কষ্ট হচ্ছে।

আরও বলেন নতুন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হারুনর রশিদ খান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়টির সাবেক সভাপতি আবুল কাশেম, সহকারী শিক্ষক মাহফুজুর রহমান খান, কাজী মাসুদ হক, মুসলিমা খাতুন, কানিজ ফাতেমা,সাবেক ছাত্র মুফতি ইকরামুল হক সুজন, লিজন খান সহ গোটা গ্রামবাসী। বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন পরাণ শেখ।

দামুড়হুদায় আদর্শ কৃষক সমবায় সমিতির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি আদর্শ কৃষক সমবায় সমিতির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আজ বিকাল ৫টার দিকে কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে একাধিক বার স্বর্ণপদক প্রাপ্ত কুড়ুলগাছি আদর্শ কৃষক সমবায় সমিতির সভাপতি মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুড়ুলগাছির কৃতি সন্তান, উক্ত সমিতির প্রধান উপদেষ্টা কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগ নেতা, দৈনিক আমার সংবাদ ও ডেইলি পোস্ট পত্রিকার সম্পাদক হাশেম রেজা।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, আমার শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতে এই ঐতিহ্যবাহী কৃষক সমিতির কোন ক্ষতি হতে দিবো না। ঋণে জর্জরিত সমিতির সকল সদস্যদের দেনা পাওনা আমি ব্যক্তিগত তহবিল থেকে পরিশোধ করে, হাজার হাজার কৃষকের মুখে হাসি ফুটাবো, আমি এই মাটির সন্তান, আমি এলাকার প্রতিটি মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে আছি থাকবো আজীবন। আমি চাই প্রায় অর্ধশত বছরের পুরনো এই কৃষক সমিতি আবারো রাষ্ট্রিয় স্বর্ণপদক প্রাপ্ত সমিতির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখুক।

অল্প খরচে সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে চাষীরা জমিতে ফসল ফলিয়ে সোনালী ফসল ঘরে তুলুক, আমি কৃষকদের মুখে হাসি ফুটাতে চাই, এটাই আমার জীবনের বড় প্রাপ্তি ও তৃপ্তি হয়ে থাকবে।

উক্ত সাধারণ সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, সমিতির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাকিম, আবু হানিফ, উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য মিন্টু তরফদার, নাসির উদ্দীন সহ স্থানীয় সুধী জন, সমিতির নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, সাধারণ সদস্য, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিকস মিডিয়ার সাংবাদিক প্রমুখ।

উল্লেখ্য প্রায় অর্ধশত বছরের পুরনো কুড়ুলগাছি আদর্শ কৃষক সমবায় সমিতিটি কয়েক বছর ধরে একটি দুষ্ট চক্রের কবলে পরে প্রায় অর্ধ কোটি টাকা লোকসানের কবলে পরে সমিতিটিতে নানান অনিয়ম ও দূর্নীতির কবলে পরলে বর্তমান কমিটি হাশেম রেজাকে প্রধান উপদেষ্টা করার পর পরই নিজের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে অর্থ সহযোগিতা করেন, এবং সমিতি সফলতার দিকে এগুতে থাকে। কিন্তু একটি দুষ্ট চক্র সকল

সময় বিভিন্ন ভাবে চক্রান্ত চায়িয়ে যাচ্ছে জানান সমিতির সভাপতি সহ একাধিক সদস্য। অপরদিকে সমিতির সাধারণ সভা পন্ড করতে কয়েকবার উক্ত দুষ্ট চক্রটি হামলা চালাতে গেলেও হাশেম রেজার দৃঢ় মনোবল ও জনসমর্থনের রোষানলে পরে সভাস্থল ত্যাগ করেন।

সভা শেষে কুড়ুলগাছি আদর্শ কৃষক সমবায় সমিতির সকল সদস্যের মাঝে নগদ ১০০০/ (এক হাজার) টাকা করে দেন উক্ত সমিতির প্রধান উপদেষ্টা হাশেম রেজা।

আলমডাঙ্গায় একদিনের ব্যবধানে কাঁচামরিচের দাম কমেছে ১২০ টাকা

ঈদের ছুটি শেষ হতেই কাঁচা মরিচের দাম খুচরা বাজারে কমতে শুরু করেছে। একদিনের ব্যবধানে কাঁচা মরিচের দাম বাজারে প্রতি কেজিতে ১২০ টাকা কমেছে। একদিন আগেও শনিবার প্রতি কেজি কাঁচা মরিচ পাইকারি ৫০০ টাকা দরে বিক্রি হয়।

আজ রবিবার দাম কমে ৩৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এদিন দুপুরে আলমডাঙ্গা পৌর কাঁচাবাজার ঘুরে এ তথ্য জানা গেছে।

স্থানীয়রা জানায়, গত ১ সপ্তাহ হু-হু করে বেড়েই চলেছে কাঁচা মরিচের দাম। গত সপ্তাহের বুধবার ৬০ টাকা কেজিতে বিক্রি হয় কাঁচা মরিচ। ঈদের ছুটি ও চাহিদা বাড়ায় প্রত্যেক দিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে দাম । বাজার মনিটরিয়ের কোন ব্যবস্থা না থাকায় এমন ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে ক্রেতাদের । শনিবার পর্যন্ত আলমডাঙ্গা পৌর কাঁচামালের দোকান গুলোতে কাঁচামরিচ বিক্রি হয়েছে ৫০০ টাকা কেজি। একদিনের মধ্যেই রবিবার ১২০ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে ৩৮০ টাকায়।

পৌর শহরের কাঁচা-মাল বিক্রেতা আনোয়ার হোসেন বলেন, ঈদুল আজহার দুদিন আগেই হঠাৎ কাঁচামরিচের চাহিদা বেড়ে যায়। অনেক কৃষক

গবাদিপশু বিক্রিতে ব্যস্ত থাকায় উৎপাদন কম হয়। একারণে আকাশ চুম্বী দাম পৌছাই কাঁচামরিচের।

বিক্রেতা নায়েব আলী জানান, ঈদের ছুটি শেষ হতেই কাঁচা ঝাঁলের দাম কমতে শুরু করেছে। বাজারে স্থানীয় কৃষকের উৎপাদিত সবজি ও কাঁচামরিচ মিলছে। শনিবারের তুলনায় অনেকটা দাম কমেছে। তবে, আগামি দিনগুলোতে কাঁচামরিচ সহ সবজির দাম আরো কমার আশা করছে ব্যবসায়ীরা।

বাড়াদী ইউনিয়নের অনুপনগর গ্রামের কৃষক আজগার আলী জানান, এবছর ১ বিঘা জমিতে ঝাঁল চাষ করছি। অনাবৃষ্টি ও তীব্র দাবদহে ১০ কাঠা জমির ঝাঁল গাছ মারা গেছে। কোরবানির পশু নিয়ে ব্যস্ততায় কেউ ফসলের খোঁজ রাখতে পারেনি। ঝাঁলের দাম বেড়েছে ১০ গুন। এঅঞ্চলের সকল কৃষকই গাছ থেকে এখন ঝাঁল সংগ্রহ করছে।

আলমডাঙ্গার বৃহত্তর ব্যবসায়ী সংগঠন বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন জানান, নিয়মিত কাঁচা-বাজার আড়ৎদার ও ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। ঝাঁল সহ উর্ধমূখী সবজির দাম নিয়ন্ত্রণ রাখতে কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বর্তমানে চাহিদার তুলনায় বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঝাঁল ওসবজি সরবরাহ রয়েছে। এতেই দাম নিম্নমূখী।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার স্নিগ্ধা দাস বলেন, কাঁচামরিচ সংকটের কারণে দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা হবে। সরকারের পক্ষ থেকে ঝাঁল আমদানির উদ্যোগ নিয়েছে। আশানুরূপ দ্রুত বাজার দর স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

দামুড়হুদার সুবুলপুর গ্রামবাসীর উদ্যোগে

ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা

দামুড়হুদার সুবুলপুর গ্রামবাসীর উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার বিকালে ভৈরব নদীর পাড়ে গ্রামবাসীর আয়োজনে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠার তালে তালে বর্ণিল সাজে সজ্জিত নৌকা বাইচ দেখতে নদীর তীরে ভীড় জমায় হাজার হাজার নারী পুরুষ।

হাজার হাজার দর্শকের উপচে পড়া ভীড়ে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগীতায় ১০টা নৌকা অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করে দৌলত হোসেনের দলের নৌকা, দ্বিতীয় ডালিম হোসেন দলের নৌকা এবং তৃতীয় আব্দুল খালেকের দলের নৌকা। বাঘাডাঙ্গা-কাঞ্চনতলার মোড় থেকে প্রায় এক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে কয়েক রাউন্ডে চলে এ বাইচ। এই নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা দেখতে হাজার হাজার দর্শনার্থী ভৈরব নদীর পাড়ে এসে হাজির হন।

নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ নেতা আমিনুল ইসলাম ফুরুই এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, সদাবরি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার তছিম উদ্দিন,কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই ইমরান হোসেন, এএসআই মসলেম উদ্দিনসহ সাংবাদিকবৃন্দ ও সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম বলেন এমন উচ্ছাসপূর্ণ আয়োজনে অংশ নিয়ে খুশি এলাকাবাসী। কোন কিছু প্রাপ্তির আশায় নয়, দর্শকদের আনন্দ দিতেই বাইচে অংশ নিয়েছেন তারা। বাঙ্গালীর শত বছরের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক নৌকা বাইচ আয়োজনে প্রয়াস অব্যাহত রাখার প্রত্যয় জানান তিনি।

দামুড়হুদায় বীরমুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা স্বারক পুরষ্কার প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

দামুড়হুদা প্রেসক্লাব-সাংবাদিক সমিতি’র দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা স্বারক ক্রেস্ট প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১০টার দিকে দামুড়হুদা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ চত্ত্বরে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। দামুড়হুদা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির আয়োজনে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের যুদ্ধকালীন কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা স্বারক ক্রেস্ট প্রদান, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আর্থ মুভিং গ্রুপের চেয়ারম্যান দামুড়হুদা উপজেলার কৃতি সন্তান ইঞ্জিনিয়ার মো মজিবুল হক। অনুষ্ঠানের প্রধান অলোচক ছিলেন চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক মাথাভাঙ্গার সম্পাদক-প্রকাশক সরদার আল আমিন।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নুরুন্নবীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি সাইফুল ইসলাম, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, দামুড়হুদা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের সভাপতি শফিউল কবীর ইউসুফ, নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আজিজুল হক আজিজ, দামুড়হুদা উপজেলা শ্রমীকলীগের সভাপতি হাজী আব্দুল কাদির, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু



আহমেদ রিংকু।

অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন নতিপোতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো মোমিনুল হক, গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আব্দুল মান্নান, দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটির সভাপতি মোঃ মাকসুদুর রহমান রতন, কার্পাসডাঙ্গা বাজার বণিক সমিতির সভাপতি মো আলমগীর রাসেল ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজ কচি। অনুষ্ঠানের শুরুতেই অনুষ্ঠানের মধ্যমনি ইন্জিনিয়ার মো মজিবুল হক কে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচছা দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়।

এরপর পবিত্র কোরআন তেলোয়াত করেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সদস্য মোমিনুল হক মনির, স্বাগত বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো হাবিবুর রহমান হবি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের নির্বাহী সদস্য মো জাহিদুর রহমান মুকুল।

অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত কমিটির সকল কে রজনীগন্ধা ফুল দিয়ে বরণ শেষে একটি করে ক্যামেরা ব্যাগ ও একটি করে গেণ্জি তুলে দেন নেন অতিথিবৃন্দ।

দামুড়হুদায় নবীন আলেমদের

ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ালগাছি ইউনিয়ন উলামা পরিষদের উদ্যোগে আদর্শ সমাজ বিনির্মানে নবীন আলেমদের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল ১০ টার সময় প্রতাপপুর আল মুখতার হাফেজিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে উক্ত অনুষ্ঠান ক্বারী মোঃ জুবাইদুর রহমান (জুবায়েরের) সঞ্চালনা ও কুড়ালগাছি ইউনিয়ন উলামা পরিষদের সহ-সভাপতি মাও: আলী আহমেদ সাহেবের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা উলামা পরিষদের সভাপতি মুফতি জুনাইদ আল হাবীবী। উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন সহ-দপ্তর সম্পাদক মাওঃ মোঃ হেলাল উদ্দিন, বিশেষ মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- কুষ্টিয়া জেলা উলামা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মাও: রফিকুল ইসলাম নদভী, খুলনা বিভাগীয় কওমী মাদরাসা পরিষদের চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি মুফতি আব্দুর রাজ্জাক সাহেব।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুফতি জুনাইদ আল-হাবীবী বলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা উলামা পরিষদ নিছক গতানুগতিক কোনো সংগঠনের নাম নয় এটা চুয়াডাঙ্গাবাসীর প্রাণের সংগঠন, চুয়াডাঙ্গার মানুষের দ্বীনি রাহবারি করার জন্য আপনারা এক ও ঐক্যের সাথে কাজ করবেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবেন। উলামায়ে কেরামের মধ্যে যেন কেউ ফাটল তৈরি করতে না পারে, সেজন্য সজাগ থাকতে হবে এবং ঐক্যের সাথে চলতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মুফতি আব্দুর রাজ্জাক বলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা উলামা পরিষদ প্রতিষ্ঠাগ্ন থেকেই মানুষকে দ্বীনমুখী মসজিদমুখী করার চেষ্টা করছে, চুয়াডাঙ্গা জেলায় কোনো বাতিল ফেরকার ঠাঁই হবে না বলেও হুশিয়ারী করেন তিনি, তিনি বলেন ইদানীং আমরা লক্ষ্য করছি হেযবুত তাওহীদ সহ বিভিন্ন বাতিল সংগঠন মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে এব্যাপারে আপনাদেরকে সজাগ থাকতে হবে, যেন চুয়াডাঙ্গা জেলার সাধারণ মানুষের ঈমান নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেলতে না পারে। আপনারা চুয়াডাঙ্গাবাসীর ঈমান আমল রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী। উলামায়ে কেরামকে দশটি বিশেষ গুন অর্জনের কথা বলে তিনি বলেন, আজকের এই নবীন আলেমরা আগামী দিনের চুয়াডাঙ্গা জেলা উলামা পরিষদের

দায়িত্বশীল, সুতরাং আপনাদের প্রতিটি কথা, কাজ চলা-ফেরা সব কিছু উলামায়ে কেরামের শান ওয়ালা হতে হবে।

এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন: জীবননগর থানা শাখা উলামা পরিষদের সভাপতি মাও: মাহবুবর রহমান গওহরী, সাধারণ সম্পাদক মুফতি শাহ জামাল, দামুড়হুদা থানা উলামা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মুফতি আলী আকবর, দর্শনা থানা উলামা পরিষদের সভাপতি মাও: আব্দুল খালেক, সাধারণ সম্পাদক মুফতি জুনাইদ আল-আজাদ। কৃতজ্ঞতা বক্তব্য রাখেন কুড়ালগাছি ইউনিয়ন উলামা পরিষদের সভাপতি মুফতি আখতারুজ্জামান ফারুকী। পরে নবীন আলেমদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।
সবশেষে মাওলানা রফিকুল ইসলাম নদভী সাহেবের দু’আর মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।